— প্রণালীবদ্ধ ভাবে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিন্যাস করা — উই শিকন অভিজ্ঞতামূলক। সুতরাং সাংগঠনিক। সাংগঠনিক হওয়ার ফলে এটি শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক মনোযোগ্য উপাদান বিষয়বস্তু পাঠ্য-বিষয়ক বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে বিভিন্ন অংশ সমূহ প্রবর্তন করি; ঠেকে শেখার সুতরাং শিক্ষণের সমাধান করা হয়, এক্ষেত্রে প্রক্রিয়া পদ্ধতি বা কৌশলটি নির্দেশনা দেওয়া হয়। ইমান সর্বক্ষেত্রে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন— (ক) ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া; (খ) পারস্পরিক প্রক্রিয়া এবং (গ) সমগ্র সুতরাং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া।

সুবিধা: ১। উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সুতরাং শিক্ষণ পদ্ধতি।

২। স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুবিধা প্রদান।

৩। শিক্ষার্থী ইচ্ছা অনুযায়ী পাঠ অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতা আছে।

৪। শিক্ষণীয় সার্বজনীন পাঠ্যক্রমের নীতিসমূহ শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করার সহায়ক।

৫। ব্যক্তি উপযোগী শিক্ষণের জন্য সহায়ক; এখানে বিষয়বস্তু সমস্যা এবং অনুসন্ধানের শিক্ষার্থী থাকে।

৬। প্রক্রিয়া ও ফলের মধ্যে বিশেষ মৌলিক সম্পর্ক থাকে যাতে শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারে।

৭। শিক্ষণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিভিন্নটি পাঠ পরিচালিত হয়।

৮। শিক্ষকের দ্বারা ব্যক্তিগত ত্রুটিসমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৯। বিষয়বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণসমূহ বিশ্লেষণের দ্বারা সব থেকে সহজ থেকে জটিল করতে করা যায় এবং সমস্যাটিও করা হয়।

১০। অধিক মনোযোগী এবং শিক্ষার্থীকে কাজে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠে।

অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা: ১। উই পদ্ধতিতে শিক্ষণে শুধুমাত্র শ্রম লাগে।

২। শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞের অভাবে সার্থকভাবে শিক্ষণ কাজে বাধা।

৩। বিভিন্ন শিক্ষণ সমস্যাসমূহের উদ্ঘাটন এবং এর সমাধানের সহায়ক হিসেবে।

৪। শিক্ষণীয় বিষয়টি প্রকাশিত করা সাধারণ ছাত্রদের শুধুমাত্র ভিন্ন নয়।

৫। সাধারণ শ্রেণীকক্ষে উই পদ্ধতির প্রয়োগ সাধ্য অসুবিধা দেখা দেয়।

৬। দুঃখজনক শিক্ষার্থী অবহেলা করা হয় শিক্ষার্থী সাধারণত এই পদ্ধতি নিয়মিত এবং বিভক্তিকরণ হয়ে উঠিত পারে।

৭। বিষয়বস্তুর নির্বাচন করা অনেকটা কঠিন এবং অসুবিধা।

৮। প্রক্রিয়া ইমান এবং ফলাফল দুয়ের মধ্যে কোনো উচ্চ অসুবিধা — প্রযোজ্য।

৯। উই পদ্ধতি সাধারণ ত্রুটিগুলি।